পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো
সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকারের আইনগত নীতিমালা ও বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ (পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড-৫), ভূমি এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অনুযায়ী 'Resilient Infrastructure for Adaptation & Vulnerability Reduction (RIVER)'-প্রকল্পের জন্য এই পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (আরপিএফ) তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (LGED) এর অধীনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

এই আরপিএফ-এর উদ্দেশ্য হল প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পুনর্বাসন মূলনীতিসমূহ, সাংগঠনিক ব্যবস্থা, এবং ডিজাইন মানদণ্ডসমূহ উপ-প্রকল্প এবং/অথবা প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের প্রস্তুতিতে অন্তর্ভুক্ত বা স্পষ্ট করা।সরকারি জমির সীমানার মধ্যেই সকল বড় এবং ছোট নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।একটি নেতিবাচক তালিকার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা হবে।তবে, সরকারি জমিতে অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের উপস্থিতি থাকতে পারে।আরপিএফ অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের উপর প্রভাব নিরসনে প্রয়োজন হলে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে (আইএ, IA) পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি, RAP) প্রস্তুতিতে দিক নির্দেশনা দিবে।শ্রমিকদের বিশ্রাম এলাকা ও মালামাল রাখার প্রয়োজনে ভূমি মালিকদের সম্মতিক্রমে ঠিকাদার কর্তৃক ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে এই জমি সাময়িকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।পূর্তকাজ/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য স্থান নির্ধারণ কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি।প্রতিটি পূর্তকাজের স্থান নির্ধারণ সম্পন্ন হলে এবং অন্যান্য তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেলে সে সকল স্থানের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে আরো সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা (RAP) প্রস্তুত করা হবে।বিশ্বব্যাংকের ইএসএস ৫ – এ বর্ণিত পরিকল্পনা চূড়ান্ত ও বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অনুমোদন ছাড়া কাউকে বা কোন স্থাপনার শারীরিক অথবা আর্থিক অপসারণ/স্থানান্তর করা যাবে না।

ভূমি সংক্রান্ত ঝুঁকি এবং প্রভাবসমূহ

প্রকল্পের জন্য কোনো ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করা হবে না।তবুও প্রকল্পে নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলি বিবেচনা করতে হতে পারে:
অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীরা সরকারী জমিতে থাকতে পারে যাদের পুনর্বাসন করা প্রয়োজন।তাদের জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না কিন্তু সরকারি জমিতে তাদের অবকাঠামো এবং ফসলাদির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের অবশ্যই জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা যাবে না।

শ্রমিকদের বিশ্রাম এলাকা ও নির্মাণ সামগ্রী রাখা ইত্যাদির জন্য অস্থায়ী জমির প্রয়োজন হতে পারে।এক্ষেত্রে ঠিকাদার অস্থায়ী জমির জন্য পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্তে ও দু'পক্ষের ইচ্ছার ভিত্তিতে জমির মালিকদের ভাড়া প্রদান করবে।

ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল সংক্রান্ত আইন এবং নীতিমালার মূলনীতিসমূহ

এই প্রকল্পে শুধুমাত্র সরকারী জমির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে অস্থায়ীভাবে ভূমি অধিগ্রহনের জন্য এবং অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের সমস্যাগুলির সমাধানে যে সকল আইন ও প্রবিধান প্রযোজ্য হবে সেগুলি উদ্ধৃত করা হবেঃ
ভূমি অধিগ্রহন ও হুকুম দখল। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখল আইন ২০১৭ (এআরআইপিএ, ARIPA) হল বাংলাদেশে ভূমি অধিগ্রহণ এবং হুকুম দখলের জন্য প্রধানতম আইনি কাঠামো।এ আইনে ধারা -৪ থেকে ধারা-১৯ পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া এবং ধারা-২০ থেকে ধারা-২৮ পর্যন্ত ভূমির দখল প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ রয়েছে।বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড-৫-এ অস্থায়ী জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারী।বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড-৫-এ অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের পুনর্বাসন এবং জমি ব্যতিত অন্য সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরনের বিধান রাখা হয়েছে। ARIPA 2017-এ অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের বিষয়ে কোন আলোকপাত করা হয়নি।

সত্ত্বধারন (এনটাইটেলমেন্ট) এবং যোগ্যতার মানদণ্ড

নাম বা স্বত্বহীন (non-titled) বা অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারী সহ প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত (PAP) সকলকে হারানো সম্পদের (ফসল, অবকাঠামো, গাছ এবং/অথবা ব্যবসায়িক ক্ষতি) জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং তারা (ক) ক্ষতিপূরণ পাবে (প্রয়োজন অনুসারে, প্রতিস্থাপন খরচের সাথে সামঞ্জস্য রেখে), এবং/অথবা (খ) বদলি জমি, অবকাঠামো, গাছের চারা, অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তা যেমন স্থানান্তর ভাতা, অবকাঠামো পুনঃর্নির্মাণে সহায়তা, কর্মদিবস/আয় সম্পর্কিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ। শ্রমিকদের

বিশ্রাম এলাকা ও নির্মাণ সামগ্রী রাখা ইত্যাদির জন্য অস্থায়ী জমির প্রয়োজন হলে ঠিকাদার জমির জন্য পারস্পরিকভাবে সম্মত শর্তে ও দু'পক্ষের ইচ্ছার ভিত্তিতে জমির মালিকদের ভাড়া প্রদান করবে।

অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারী এবং অন্যান্য PAPs যারা প্রকল্পের অধীনে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী তারা হচ্ছেঃ
• যাদের অবকাঠামো আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, এবং সাময়িক বা স্থায়ীভাবে প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;
• যাদের ব্যবসা প্রকল্পের দ্বারা আংশিক, বা সম্পূর্ণভাবে (সাময়িক বা স্থায়ীভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;
• যাদের কর্মসংস্থান বা ভাড়াকৃত শ্রম বা ফসল-ভাগের চুক্তি প্রকল্পের দ্বারা সাময়িক বা স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;
• যাদের ফসল (বার্ষিক এবং বহুবর্ষজীবী) এবং/অথবা গাছপালা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;
• কম্যুনিটি ভিত্তিক সম্পদ বা সম্পত্তিতে যাদের অভিগম্যতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।

অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা

প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ বা পুনর্বাসনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্যই একটি অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা থাকতে হবে।পূর্বের প্রকল্পগুলির অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, অভিযোগ এবং ক্ষোভ সমূহ হতে পারে প্রধানতঃ মালিকানা নিয়ে বিরোধ, সম্পদের হিসাব শুমারিতে প্রতিফলিত না হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্যায়ন, ক্ষতিপূরণের সত্ত্বাধিকার, শব্দ দূষনের ও অন্যান্য দূষণ, দুর্ঘটনা, GBV/SEA/SH ইত্যাদি সম্পর্কিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এই RPF-এ গৃহীত নির্দেশনাগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেকোন অনিয়ম সম্পর্কে অভিযোগ এবং অভিযোগের সমাধান করার পাশাপাশি যেকোন প্রশ্নের মোকাবিলা এবং সমাধান করার জন্য অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে (GRM)।জিআরএম ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা ও অভিযোগের ও নিস্পত্তি করবে।প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিসহ স্থানীয় অংশীজনের মধ্য থেকে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের অভিযোগ গ্রহন ও সমাধানের জন্য অভিযোগ নিরসন কমিটি গঠন করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব MoLGRDC এর অধিনস্ত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (LGED) উপর ন্যস্ত হবে। এলজিইডি হবে প্রকল্পের ধারক এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (RPF) এবং অভিযোগ নিরসন পদ্ধতির (GRM) বাস্তবায়ন সহ পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি নিরসনের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

এলজিইডি'র প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্পের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-প্রকল্প পরিচালক প্রধান পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সিআরও) হিসেবে কাজ করবেন।সিআরও অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসন নীতি নির্দেশিকা, সমন্বয়, পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্টিং সম্পর্কিত সামগ্রিক দায়িত্ব থাকবে।প্রধান কার্যালয়ের সাচিবিক দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীরা সিআরওকে সহায়তা করবেন।মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় কমিটি দ্বারা সিআরওকে সহায়তা করা হবে।এছাড়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি এনজিও নিয়োগ করা হবে।পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথাযথ পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের জন্য একটি বহিরাগত পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে।

সম্ভাব্য বাজেট

নীচে একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে, যা পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) প্রস্তুতির সময় পরিবর্তন/হালনাগাদ করা হতে পারে।এই বাজেটে অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের (যদি বিদ্যমান থাকে) পুনর্বাসনের খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

খাত/ বিষয়	মানব-মাস (man-month)	বাজেট (আমেরিকান ডলারে)
পুনর্বাসন কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিনিয়র সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ	২৪	প্রকল্পের মূল বাজেটে খরচ অন্তর্ভুক্ত
পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ, যদি প্রয়োজন হয়।	থোক বরাদ্দ	২০,০০০.০০
পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান (এনজিও/ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান)	থোক বরাদ্দ	৩০,০০০.০০
বহিরাগত পর্যবেক্ষক	৫ বছরে ২৪ মাস	১০,০০০.০০
PSC, PIU, NGO/ পরামর্শক সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সক্ষমতা সৃষ্টি	থোক বরাদ্দ	১০,০০০.০০
অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ব্যয়	থোক বরাদ্দ	১০,০০০.০০
অস্থায়ী বসতি স্থাপনকারীদের পুনর্বাসন ব্যয়	ভুমির উপর প্রকল্পের প্রভাব এখনো নিরূপিত নয় বিধায় এই ব্যয়ের হিসাব প্রকল্পের এই পর্যায়ে এখনো অজ্ঞাত।	

পর্যবেক্ষণ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সামগ্রিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের জন্য, এবং প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অনুসৃত প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল বিবরণী বিশ্বব্যাংককে অবহিত করতে দায়বদ্ধ থাকবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) কাজের জন্য একটি পরামর্শক সংস্থাকে নিয়োগ করবে যারা প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রকল্প এলাকায় উদ্ভূত সংশ্লিষ্ট প্রভাবসমূহ পর্যবেক্ষণে সহায়তা প্রদান করবে। এর পাশাপাশি সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাসমূহ যেমন-পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (RPF) এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP)-এর বাস্তবায়নও উক্ত পরামর্শক সংস্থা দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হবে। পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালে প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করা হবে। পর্যায়ক্রমিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন তৈরি করা হবে, এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যবেক্ষণ ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হবে।